R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম :
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ই) লিমিটেড
গভঃ রেজিঃ নং ৩১০০৫
হেড ও রেজিঃ অফিস :
বারুইপাড়া, কালনা (বর্দ্ধমান)
শাখা অফিস :
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ঃ ফুলতলা
এজেণ্ট : ম্যাপ কালার ল্যাবঃ

১৭শ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৭ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৭ সাল ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫৲

বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিকরা ব্যবসা বন্ধ করে দুর্ভোগ বাড়ালেন শ্রমিকদের

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়িই একমাত্র শিল্প যা কয়েক লক্ষ মানুষের খাওয়া পড়ার অভাব দূর করতে সাহায্য করে আসছে। এবং বিড়ি এতদঞ্চলে কুটির শিল্প রূপে বিস্তার লাভ করায় প্রায় প্রতিটি নিম্নবিত্ত পরিবারের কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধা ঘরে বসে বিড়ি বেঁধে সংসার চালান। কিন্তু বিশাল এই শ্রমিকদের সঙ্গে মালিক পক্ষের সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। কয়েক লক্ষ শ্রমিক কাজ করে থাকেন হাজার কয়েক ঠিকাদার বা মুন্সীর অধীনে। অর্থাৎ এই বিড়ি শিল্প থেকে তিনটি শ্রেণীর রুজি রোজগার চলছে। এক ধনী ব্যবসাদার, দুই মধ্যসত্বভোগী ঠিকাদার বা মুন্সী, তিন সরাসরি কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত বিড়ি তৈরীর কারিগরেরা। এছাড়াও আছেন লেবেল, প্যাকিং, চেকিং প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত অফিস কর্মচারীরা। সে কারণে এই শিল্প থেকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের পেটের খোরাক জোটে। তার উপর বিড়ির ট্যাক্স আদায় (৫ম পৃষ্ঠায়)

বিডিওর নির্দ্দেশে আই আর ডি পির কাজ বন্ধ

জঙ্গিপুর : কংগ্রেস—সি পি এম লড়াইকে কেন্দ্র করে গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আই আর ডি পির কাজ বন্ধ হয়েছে বলে জানা যায়। ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সি পি এম সভাপতির কথামত নাকি বিডিও তাঁর ২০-১২-৯০ তারিখের ১৩৪৭নং চিঠিতে ঐ কাজ বন্ধের কথা স্বীকার করেছেন। খবর ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুর রহমান সি পি এমের লোক হয়েও কংগ্রেসী সদস্যদের কথামত চলছেন এবং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে তাঁকে সরাবার চেষ্টা করলে কংগ্রেসী সদস্যদের সমর্থনে সে চেষ্টা বানচাল হয়ে যাবার লক্ষণ রয়েছে। সে কারণে সি পি এম আনিসুরের বিরুদ্ধে হাতে না মেরে ভাতে মারার কৌশল হিসেবেই আই আর ডি পির কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে প্রধানকে জব্দ করতে গিয়ে গ্রামের গরীব মানুষদেরই ভাতে মারার ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ঘটনায় অন্যান্য দল ও সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক নেতারা সি পি এমের এই অপপ্রয়াসের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। (৫ম পৃষ্ঠায়)

পুর ঘাট ডাকের পাওনা টাকা এখনও প্রচুর বাকী

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভার ফেরী ঘাট দুটির গত বছর ডাক হয় ৮ লক্ষ ১ হাজার ১ শত ১ টাকায়। ডাকের সময় আড়াই লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার পর ইজারাদার আর কোন টাকা জমা না দেওয়ায় ও পুরসভার নির্দেশ অগ্রাহ্য করায় গত ২০ নভেম্বর ঘাট দুটি খাস করা হয়। সেই দিনের বন্দোবস্ত মত ৩ লক্ষ টাকা জমা দিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যে বাকী টাকা শোধ দেবার কথা দিলে পরদিন আবার ইজারাদারকে ঘাট ফেরৎ দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ইজারাদার ২ লক্ষ টাকা জমা দিয়ে বাকী টাকা শীঘ্রই দিয়ে দিবেন বলে কথা দেন। এদিকে মার্চ মাসে ঘাটের ইজারা শেষ হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইজারাদার আর কোন টাকাই দেননি বলে খবর। উল্লেখ্য ঘাট ডাক হবার পর ইজারাদারের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে যে রেজিষ্টার্ড দলিল হয় তাও নাকি এবার করা হয়নি। যা কিছু চলছে মৌখিক কথাবার্ত্তার মধ্য (৫ম পৃষ্ঠায়)

ফরাক্কার ডাকঘর দুর্নীতির আখড়া বলে অভিযোগ

ফরাক্কা : স্থানীয় ডাকঘর সম্বন্ধে ফরাক্কা ব্যারেজ ও এন টি পি সির বাসিন্দারা বিভিন্ন অভিযোগে সোচ্চার। বিশেষ অভিযোগ টেলিগ্রাম ব্যবস্থা নিয়ে। এখানে প্রায় তার লাইন খারাপ দেখিয়ে অফিসিয়াল টেলিগ্রামগুলি কাজের সময়ের শেষে করে লেট ফি আদায় করা হচ্ছে। ফলে এন টি পি সি এবং ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে হাজার হাজার টাকা অহেতুক গুণাগার দিতে হচ্ছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পদ নিয়ে গণ্ডগোল

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পদ নিয়ে দুই নেতা অনুজ চ্যাটার্জী ও অপূর্ব মুখার্জীর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে মন কষাকষি চলায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠে। গত ১১ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় স্কুল মাঠে এ ব্যাপারে একটি ফয়সালার জন্য ব্লক কংগ্রেসের এক সভায় রাজা সভাপতি গণিখান চৌধুরী ও জেলার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বিধায়ক হাবিবুর রহমান, প্রাক্তন বিধায়কদ্বয় মোঃ সোহরাব ও নৃসিংহ মণ্ডল, (শেষ পৃষ্ঠায়)

সামসেরগঞ্জ থানায় খুন নৈমিত্তিক ঘটনা

ধুলিয়ান : স্থানীয় রেল ষ্টেশনের আউট সিগন্যালের কাছে কমল ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক রেলওয়ে পি ডাব্লু ডির নাইট গার্ড গত ১০ ফেব্রুয়ারী নৃশংসভাবে খুন হন। খবর তিনি সন্ধ্যের ডাকবাংলোর দোকান থেকে খাবার কিনে নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী তাঁকে ঐ ভাবে হত্যা করে। উল্লেখ্য প্রায় মাস সাতেক পূর্বে লিয়াকত সেখ নামে এক রেলওয়ে ম্যানম্যান নিহত হন। স্থানীয় লোকের সন্দেহ নাইট গার্ড (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৯৭ সাল

আজিও তাহাই আছে

বৃটিশ রাজশক্তির সহিত বহু লড়াই-লড়ি করিয়া আমরা স্বায়ত্ত শাসনের সুযোগ আদায় করিয়াছিলাম। তাহার একটি হইল পুরসভার শাসন কর্তৃত্ব। কিন্তু সেই দিনও যেমন শহরের বাবুরাই শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ নাগরিকদের উপর যষ্টি সঞ্চালন করিতেন, আজিও সেইরূপ নয়া রাজনীতির কর্তৃত্বপ্রাপ্ত বাবুরা (কমরেড) জনগণকে ধোঁকা দিয়া কর্তা সাজিয়া তাহাদের উপর ছড়ি ঘুরাইতেছেন। অবশ্য সাধারণ মানুষের তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। তাহারা শহরের রাস্তাঘাট একটু পরিষ্কার থাকিলে, টিউবওয়েলগুলি সচল থাকিলে, ঘাট পারাপারের সুব্যবস্থা থাকিলেই খুশি। কে তাহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাহাদের অর্থে আপন পুষ্টি সাধন করিতেছে তাহা ভাবিবার সময় তাহাদের নাই। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় সেই প্রাথমিক পর্য্যায়ে যাহা সত্য ছিল, আজিও তাহাই আছে। পরিবর্তনের মধ্যে তখন ছিল ব্যক্তি, আর এখন হইয়াছে রাজনৈতিক দলের দলপতি। সেই যুগের পুরসভা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ১৩৩২ সালে দাদা-ঠাকুর লিখিয়াছেন—"যিনিই মসনদে বসুন, যোগ্যতা, বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর থাকুক আর নাই থাকুক করদাতাগণের তাতে কিছু আসে যায় না। শহরের ঝাড়ুদারী, রোসনাইদারী, মুদ্দ ফরাসী, আর খেয়া ঘাটের ঘেটিলী কাজ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে হলেই শহরের ছোট বড় সবাই সেই চেয়ারম্যানকে সাবাসী দিয়ে থাকে। তাদের ঘটিবাটি বিক্রি পয়সার কিরূপ সদ্ব্যবহার হয় তা' খোদাই জানেন। কেন না কর্তারা নিজেদের খামতি মিটিয়ে কতটা অন্যের কাজ করেন তা' সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়া "নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও" ব্যতীত করদাতাগণের আর বেশী আশা না থাকাই উচিত। আবার এদিকে দেশের লোক এই সেবকদের আঁটিশুদ্ধ গিলবার চেষ্টা করেন। আহা ও বেচারারাই বা করেন কি? ইস্কুলের ভার? দেও তাঁর ঘাড়ে। পাড়ার সালিশী দেও তাঁর ঘাড়ে। দশের ফাণ্ডের ভার, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভার, সব দেও তাঁর ঘাড়ে। ষড়ভুজ মহাপ্রভুর মত এঁদের অবস্থা। ষড়ভুজ কেন দশভুজ হ'য়েও তাঁরা পেরে উঠেন না। দুষ্ট লোকে বলে দশে এঁদের ঘাড়ে কাজ দেন না, এঁরাই দশের ঘাড়ে চেপে বসে সব ভার তুলে নেন। এঁদের গদিই হলো কাম্য-বস্তু। তারজন্য এঁরা দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করে তক্তে বসেন। যিনি পুরপতি তাঁর কথা তো ছেড়েই দিলাম, কমিশনারও তদ্রূপ। এঁদের দু' একজন ছাড়া সকলেই তো 'হিজ মাষ্টার ভয়েস' হয়ে বসে আছেন।' তাই দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় সেই ট্রাডিশন সমানে চলিতেছে। পরিবর্তন কিছুই হয় নাই, হইবেও না।

বে-আইনী ইঁট ভাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৪ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় থানার হস্তক্ষেপে মায়া জৈন (স্বামী অশোক জৈন) এবং প্রভাত সরকার, অসীম সরকার ও দীপক সরকারের (পিতা ধীরেন্দ্রনাথ সরকার) দুটি ইঁট ভাটার চিমনী নামিয়ে দিয়ে ভাটা দুটির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলো। মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় বি এল আর ও। গ্রেপ্তার এড়াতে মালিকরা হাই কোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে আসেন বলে পুলিশ সূত্র জানা যায়। ইঁট-ভাটা দুটি বন্ধ করার সময় বি এল আর ও, এস ডি এল আর ও এবং এস ডি ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ভাটা চালুর ব্যাপারে মালিকরা মন্ত্রীর আদেশ আছে মুখে বললেও লিখিত কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেননি বলে থানার ওসি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। অন্যদিকে খবর চিমনী নামিয়ে দিয়ে ভাটা দুটিকে অচল করে দিলেও ইঁট তৈরী অব্যাহত গতিতে চলছে।

কী হেরিলাম জঙ্গিপুরের রূপরে

দুর্মুখ

অলক তিলক ভালে/চরণে নূপুর/শিরেতে মৃগাঙ্ক শোভা/সেই জঙ্গিপুর—ব্যোম ব্যোম মহাদেব বলিয়া গঞ্জিকা সেবনান্তে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলাম। কী হেরিলাম চক্ষু মুদিরে সখি/কী হেরিলাম নয়ন মুদিয়া।..... হেরিলাম মহাদেব মৃগাঙ্ক মৌলি দিক আলো করিয়া বিশাল মূর্ত্তিতে উপবেশিত। তিনি বলিলেন—হে দুর্মুখ! দদামিতে দিব্যচক্ষুঃ/পশ্য মে বিশ্বরূপম্।.....হেরিলাম মহাদেব মৃগাঙ্ক মৌলিও যা জঙ্গিপুরও তাই। তিনি জঙ্গিপুররূপে বিলাস করিতেছেন। তাঁহার সেই রূপ হেরিয়া চমকিত হইলাম। জঙ্গিপুর-রূপী মহাদেবের জটাজালের মধ্য দিয়া ভাগীরথী গঙ্গার পবিত্রধারা ঝরিয়া পড়িয়া বক্ষ স্থলের উপর দিয়া প্রবাহিতা। ওপার ঊর্দ্ধাঙ্গ জঙ্গিপুর, এপার নিম্নাঙ্গ রঘুনাথগঞ্জ। হৃদয় মাঝে বিরাজিত পুরসভা' ভবন। জঙ্গিপুরের শিরে জ্যোতির্ময় মৃগাঙ্ক (শশাঙ্ক) শোভা পাইতেছে। ভালে চঞ্চলিত অলকদাম। চরণে নূপুর। সর্পরূপী নাগরিকগণকে ভাগীরথী পারাপারে সাহায্যরত মহাদেবের পরম ভক্ত ত্রেতার রাজা রাম'। তিনি জোড় হস্তে সদাই স্তুতি করিতেছেন 'মৃগাঙ্ক মৌলি' মহাদেবের। রাজা রামের সহচর ও অনুজগণ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন ভোলে বাবা পার করে গা। উচা নীচা পার করে গা/কানা খোঁড়া পার করে গা। মহাঘোরে মহাভাবে হেলিতে দুলিতেছেন 'মৃগাঙ্ক মৌলী' নৃত্যের তালে তালে চরণে বাজিতেছে সুমধুর ছন্দে চরণাধীন নূপুর। বাবার কৃপায় আমি চিরজয়ী/মোর সর্বদুঃখ হয় দুর। যক্ষের দল কোষাগার উজার করিয়া নূপুর প্রান্তে মণিমাণিক্য ঢালিয়া দিতেছে। অনুরাগী ভূতগণ লম্ফ ঝম্ফ করিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। তাহাদের লম্ফ ঝম্ফে ছাই ভস্ম উড়িয়া মহাদেব-রূপী জঙ্গিপুরের অঙ্গ ধূলিধূসরিত করিতেছে। কাহারো সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। সর্পকুলরূপী আমজনদের তাহাতেই মহা-আনন্দ—জঙ্গল, দুর্গন্ধ, ধূলিতেই সর্পকুলের মহা উল্লাস তো স্বতঃসিদ্ধ। অসুবিধা শুধু দেব ও মনুষ্যবৃন্দের, যাঁহারা মহাদেবের দর্শনে আসিয়াছেন। এবং নন্দী ভৃঙ্গীরূপী কতিপয় ভদ্র কৈলাসবাসীদের। তাঁহারা মহাক্রোধে মাঝে মাঝে এই অসভ্যতার বিরুদ্ধে গর্জিয়া উঠেন কিন্তু ভূত প্রেতের দল সঙ্গে সঙ্গে নূপুর প্রান্তে আশ্রয় লয়। নূপুরের ছন্দে মৃগাঙ্ক মৌলীর ধ্যান ভঙ্গ হয়। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নন্দী ভৃঙ্গীদের আহ্বান করিয়া কল্যাণ হস্ত উচ্চে তুলিয়া বলেন—বৎসগণ! শান্ত হও। ব্যস্, সব ঠাণ্ডা। বেশ চলিতেছে। ভূতপ্রেত ও নন্দীভৃঙ্গী লইয়া মহাদেব জঙ্গিপুররূপে ভালই আছেন। আমরাও তাঁহার কৃপায় গাঞ্জিকা সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া উচ্চৈস্বরে হাঁক পাড়িতেছি—ভোলে বাবা পার করে গা/মৃগাঙ্ক মৌলি তাহা শুনিয়া উল্লসিত হইয়া নাচিতেছেন। কপালে অলকদাম হাওয়ায় উড়িতেছে। নূপুর ছন্দে বাজিতেছে। ভক্ত রাজারাম সপার্ষদ মনের খুশিতে হাসিতেছেন আর করতালি দিতেছেন।

সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের অনুষ্ঠান

আহিরণ ঃ গত ১২ ফেব্রুয়ারী সুতী ১নং পঞ্চায়েতের অধীন হারোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩টি সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের শিশুদের নিয়ে বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। সাদা পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক এস সুরেশ কুমার। বিশেষ অতিথি হন বিধায়ক শিশ মহম্মদ। ক্রীড়া শেষে সফল শিশুদের পুরস্কার বিলি করেন প্রধান অতিথি শিশ মহম্মদ।

বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণের দাবীতে কনভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ এখানে একটি স্থায়ী বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণের দাবীতে গত ৯ ফেব্রুয়ারী বিকালে ফুলতলায় এক গণতান্ত্রিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তুষার দে, জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, প্রাণবন্ধু মাল ও বালক মুখার্জী প্রমুখ সি পি এমের নেতৃবৃন্দ।

বিশ শতকের বিশ কথা

(৪)

১৯০৬—এই বছরটি লেডি মিন্টোর মতে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।' সন্ত্রাসবাদী 'যুগান্তর' দলের সৃষ্টি এই বছরেই। অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষ ছিলেন এর পরিচালনায়। এর মুখপত্র ছিল 'যুগান্তর' পত্রিকা। সমগ্র দেশে গুপ্ত সমিতির বহু শাখা প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন পুলিন দাস ও প্রতুল গুপ্ত। ঢাকায় অনুশীলন সমিতির কর্ণধার ছিলেন প্রমথ মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শত শত তরুণ কিশোর ছাত্র এই আন্দোলনে যোগ দেয়। অগ্নিযুগের বাণী : 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ।'

ভারতের বিশিষ্ট মহিলা গবেষক ডঃ শীলা সেন লিখেছেন, 'সদ্য গড়ে ওঠা এই চরমপন্থার সঙ্গে সামাজিক পুনর্জাগরণবাদের মিশ্রণ স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ অবধি পুরো সময়টাতেই প্রতিফলিত হয়েছিল দারুণভাবে। এই জিনিস অনুপ্রাণিত করেছিল অনেক হিন্দুকে এবং আন্দোলনের ব্যাপকভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তা অনেকটাই প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু বাঙালী সমাজের অন্য সম্প্রদায়গুলি থেকে সদর্থক কোন সাড়া পেতে তা ব্যর্থ হয়েছিল, বিশেষ করে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে নেওয়ার পেছনে এর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ'। মাওলানা আবুল কালাম আজাদও লিখেছিলেন, In those days (1905-1906) the revolutionary groups were recruited exclusively from the Hindu middle classes. In fact all revolutionary groups were then anti-Muslim. (India Wins Freedom)

অথচ প্রথম দিকে মুসলিম নেতারাও বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিলেন। যেমন, আবুল কালাম আজাদ, আবদুর রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, লিয়াকত হোসেন, মুজীবর রহমান, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, মৌলভী আবুল কাশেম, হেদায়েতুল্লা প্রমুখ নেতৃবর্গ, এমন কি নবাব সলিমুল্লাহ পর্যন্ত। কিন্তু পরবর্তীতে একদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং অপরদিকে ঢাকাকে নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হলে পূর্ববঙ্গের অবহেলিত জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের আশায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ২৮-২-০৪ এ ঢাকার এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে লর্ড কার্জন বলেন, 'বঙ্গ বিভক্তির ফলে ঢাকা হবে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং সম্ভবত একটি নতুন ও স্বনির্ভর প্রশাসনের রাজধানী। এর ফলে সমস্ত জেলার অধিবাসীরা তাদের উন্নত সংস্কৃতি ও সংখ্যাধিক্য হতে উদ্ভূত শক্তি দ্বারা এই নয়া প্রদেশে কার্যকরী ও উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার অধিকারী হবে।' ফলে মুসলিম মানস আত্মস্বাতন্ত্র্যের দিকে ঝুঁকে গেল। শুরু হয়ে গেল হিন্দু মুসলিমদের প্রতি পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস। কবিগুরু দুঃখ করে লিখলেন, 'পরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটি গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দু মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।' (সমস্যা)। তাঁর ঘরে-বাইরে উপন্যাসের (১৯১৪) এই মর্মান্তিক বিরোধের আভাস আছে। এই বিরোধের বীজ পুঁতে দিয়েছে ইংরেজ। কিন্তু এর ভেতরের দুর্বলতাও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন। লিখেছেন, 'আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিনই দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। (সতুপায়)

অর্থাৎ, রোমান সাম্রাজ্যবাদীদের মত divide et Impera বা ভেদনীতি প্রয়োগ করার জন্য ইংরেজ প্রস্তুত জমি পেয়ে গিয়েছিল। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ-আসামের লেফটেনান্ট গভর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলার বললেন, হিন্দু ও মুসলমান তাঁর দুই স্ত্রীর মতো; এর মধ্যে মুসলমানই প্রিয়তর। কার্জন সাহেব ত একধাপ এগিয়েই ছিলেন। অতএব শুরু হল বীজ বপনের কাজ। আলিগড় কলেজের সম্পাদক মহসীন উল মুলক, অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড, গভর্ণর জেনারেলের একান্ত সচিব কর্ণেল ডানলপ স্মিথ ও অন্যান্যদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করলেন। অবশেষে একদিন আগা খাঁর নেতৃত্বে ৭০ জনের একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায় বড় লাটের সঙ্গে দেখা করলেন। তারিখটি ছিল ১৯০৬ এর (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ঐক্যের প্রদর্শনী

আমাদের পুরুষ, নারী এবং শিশুরা; হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শিরা... ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, কিংবা উত্তর থেকে—হাজার হাজার লোক এসে অংশ গ্রহণ করেন প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে।
তার মধ্যে দিয়ে আবার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের ঐক্যের ভাবনাটি।
আর তারা জাতি, ধর্ম, অঞ্চল এবং ভাষার বাধাকে দূর করে দেবার অঙ্গীকার গ্রহণ করে আমাদের লক্ষ লক্ষ জনগণের মঙ্গলের জন্যে কাজ করতে জাতিকে শক্তি জোগায়।

উৎসবের এই ভাবনাটি জাগিয়ে রাখুন।
আসুন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা এগিয়ে যাই।

davp 90/753 BEN.

জনসমক্ষে পঞ্চায়েতের আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল

সাগরদীঘি : গত ১ ফেব্রুয়ারী মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জনসমক্ষে আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিলে এক সভার আয়োজন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সদস্য গোলাম মুর্শেদ ও প্রধান অতিথি হন জেলা পরিষদ সভাপতি নির্মল মুখার্জী। উদ্বোধনী গণ সঙ্গীতের পর অঞ্চল প্রধান বিমল দাস ১৯৮৯-৯০ এর আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন ও উপস্থিত সকলের হাতে এক কপি করে ছাপা হিসাব দেন। এরপর হিসাবের উপর আলোচনা শুরু হয়। মনিগ্রামের গোকুল মজুমদার বলেন—পুকুর পাড়ে গাছ লাগানো এবং নলকুপ মেরামতের যে খরচ দেখানো হয়েছে তা ভুয়া। দোগাছির ধনঞ্জয় ঘোষ বলেন—দোগাছি গ্রামে যে রাস্তা তৈয়ারী দেখানো হয়েছে তা অসত্য। হিসাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নরেশ সাহা, সত্য ভুঁইমালী, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী ও সেরফান সেখ। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন—সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর প্রতিটি পঞ্চায়েতেরই আয়ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে পেশ করা বাধ্যতামূলক এবং এ ধরনের আলোচনা হলে দুর্নীতি করার সুযোগ কমবে। সরকারী নিয়ম হয়েছে বছরে দু'বার এ ধরনের সভা করতে হবে। এ নিয়ম পালিত না হলে সেই পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেবার অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এই সভায় যে হিসাব দেওয়া হয়েছে আলোচনার মাধ্যমে তা সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এই সভাকে চিত্তাকর্ষক করতে বীরভূমের বাউল, বেলস্যাণ্ডার ঢোল, পাঁচগ্রামের রাইবেশে ও কড়াইয়ার জারী গানের ব্যবস্থা হয়।

ডি ওয়াই এফের যুদ্ধ বিরোধী মিছিল

ধুলিয়ান : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন নীতির ফলে ইরাকের সঙ্গে বহু জাতিক বাহিনীর লড়াই শুরু হওয়ার প্রতিবাদে গত ২১ জানুয়ারী গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ডাকে এক যুদ্ধ বিরোধী মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে। বিক্ষোভকারীরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। স্থানীয় সি পি এম নেতা তামিরুদ্দিন তাঁর ভাষণে এই যুদ্ধের জন্য আমেরিকাকে দায়ী করেন।

বিশ শতকের বিশ কথা

(৩য় পাতার পর)

১ অক্টোবর। বড়লাট মিন্টো সেদিন কংগ্রেসীদের থেকে ৬ কোটি ২০ লক্ষ মুসলমানকে বস্তুত আলাদা করে দিলেন। ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন। আর সম্মেলনের শেষেই জন্ম হল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের। ভারতের ইতিহাস অন্য পথে মোড় নিল। লেডি মিন্টো এইজন্য লিখেছিলেন দিনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

'যে একদেশে আমরা জন্মিয়াছি
সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না'—কবিগুরুর এই সতর্কীকরণ আমাদের কোন কাজে লাগল না।

—আবদুর রাকিব

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বড় পোষ্ট অফিসের সামনে রাস্তার ধারে দু' কাঠা জায়গার উপর নতুন পাকা বাড়ী তিনখান ঘর, রান্নাঘর, স্যানিটারী পায়খানা সমেত বিক্রী হবে।

যোগাযোগ করুন।

শ্রীদাম হালদার
রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়

জায়গা বিক্রি

ফাঁসিতলায় পুরোনো হাসপাতালের পেছনে তিন দিক খোলা ২টি দেড় কাঠায় প্লট অথবা একত্রে তিন কাঠা জমি বিক্রী হবে।

যোগাযোগ করুন

কমল সাহা (বিনাকা)
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়ির সামনে

জলাশয় বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ এফ, সি, আই গোডাউনের সন্নিকটে সদর রাস্তার উপর প্রায় ১০ কাঠা জলাশয় বিক্রী আছে। যোগাযোগ করুন—

সুকুমার চন্দ
(উল ভাণ্ডার)
রঘুনাথগঞ্জ, গোডাউন রোড

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে আগামী ২০—২৬শে ফেব্রুয়ারী '৯১ প্রেসিডেন্সী বিভাগীয় লোক সংস্কৃতি উৎসব এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া জেলার লোক শিল্পীরা নিজ নিজ মেলার লোকসম্ভার তুলে ধরবেন। অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির মধ্যে ঝাড়গ্রামের আদিবাসী লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা, দার্জিলিং জেলার লোকশিল্পী, মালদহের ডোমনী লোক শিল্পীরা, রাজস্থান, আসাম প্রদেশের শিল্পীরাও এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি ব্লকে এই শিল্পীদের কিছু কিছু অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

মদনমোহন দাস
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের বাৎসরিক (১৯৯১-৯২) জলকর, ফলকর, পুকুর, জমি ইত্যাদি নিম্নলিখিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। বিস্তারিত বিবরণ উক্ত স্থানগুলিতেই পাওয়া যাবে।

নিলাম স্থান

বহরমপুর মহকুমা : জিলা পরিষদ অফিস বহরমপুর
তারিখ ২৭-২-৯১ বুধবার বেলা ১ ঘটিকা

বেলডাঙ্গা জিলা পরিষদ ডাকবাংলো
তারিখ ২৬-২-৯১ মঙ্গলবার বেলা ২ ঘটিকা

কান্দী মহকুমা : কান্দী জিলা পরিষদ ডাকবাংলো
তারিখ ২৫-২-৯১ সোমবার বেলা ১ ঘটিকা

জঙ্গিপুর মহকুমা : রঘুনাথগঞ্জ জিলা পরিষদ ডাকবাংলো
তারিখ ২৫-২-৯১ সোমবার বেলা ১ ঘটিকা

লালবাগ মহকুমা : লালবাগ জিলা পরিষদ অফিস নিউপ্যালেস
তারিখ ২৬-২-৯১ মঙ্গলবার বেলা ১ ঘটিকা

জে, এম, চক্রবর্তী
জেলা বাস্তুকার
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

Memo No. 879(5) E Dated 11-2-91

বয়স্ক শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১০ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী সাইদপুর জুনিঃ হাই স্কুলে রঘুনাথগঞ্জ প্রোজেক্টের পঃ বঃ বয়স্ক শিক্ষা পর্যদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকদিন বেলা ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই শিবির চলে।

দুর্ভোগ বাড়ালেন শ্রমিকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে সরকারেরও অর্থ রোজগার হয় বিপুল পরিমাণে। হঠাৎ ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে বিড়ি মালিকেরা ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দেওয়ায় সরকারী ক্ষতি তো হচ্ছেই ; তার সঙ্গে মুখের ভাত বন্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পরিবার ভয়াবহ অর্থ-নৈতিক দুরবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। বিড়ি মালিকরা ব্যবসা বন্ধ করলেন কেন এই প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য সরকারের অযৌক্তিক নীতি নির্দ্ধারণ ও সেই সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্টের আদেশ পালনে তাঁরা অসুবিধায় পড়েছেন ; উপরন্তু সরকারী শাস্তির খড়্গ তাঁদের মাথায় নেমে আসছে। সে কারণে তাঁরা প্রতিবাদে ব্যবসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঘটনাটি হচ্ছে বিড়ি কারিগরদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড চালু করা নিয়ে। মালিক পক্ষের বক্তব্য বিড়ি কারিগরদের সাথে তাঁদের সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। অতএব তাঁদের পক্ষে শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা কেটে নেওয়া বা সরকারে জমা দেওয়া অবাস্তব পরিকল্পনা। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা কাটা সম্ভব তাঁদের ক্ষেত্রেই যাঁরা মালিক পক্ষের হিসাব ভুক্ত কর্মচারী। এবং যাঁদের নাম ধাম বা নিযুক্তি পত্র কোম্পানী তরফে লিপিবদ্ধ আছে। অপর পক্ষে সরকারী বক্তব্য বিড়ি কারিগররা যে ভাবেই কাজ করুন না কেন, তাঁরা ঐ মালিকদের কর্মচারী, অতএব তাঁদের সব দায়দায়িত্ব মালিক পক্ষেরই। সুপ্রীম কোর্ট সরকারী বক্তব্যকে সমর্থন করে আদেশ জারী করেছেন। সাধারণ অভিজ্ঞতা এ তথ্য প্রমাণ করে যে যাঁদের নিযুক্তির কোন নিয়ম নেই— এমন কি নিযুক্তি বা অবসরের কোন বয়স সীমা নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কাটা হলে সেই টাকা তাঁরা ফেরৎ পাবেন কখন? অবসর না নেওয়া পর্যান্ত ফাণ্ডের টাকা ফেরৎ পাবার যোগ্য বলে কোন কর্মীই বিবেচিত হন না। সেখানে যাঁরা আমৃত্যু কাজ করতে হকদার, তাঁদের ঐ টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে কখন? আরো অসুবিধা আছে। এই সব শ্রমিকেরা কোম্পানীর অফিসে কাজ করেন না। নিজের নিজের বাড়ীতে কাজ করেন এবং খেয়াল খুশি মত যতদিন খুশী যবে খুশী কাজ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে এক কি দুই সপ্তাহ কাজ করলো একজন কোম্পানীর মুন্সীর অধীনে। আবার পরের সপ্তাহ থেকে অন্য মুন্সীর অধীনে ; এ রকম ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের হিসাব রাখা হবে কি ভাবে? এ তো গেল এক দিক। অন্যদিকে যদি তাঁদের কর্মচারী হিসাবে গণ্য করে নিযুক্তি, কাজ করা, অবসর গ্রহণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে উৎপাদন ব্যাহত হবে. শ্রমিকদের উপার্জন কমবে এবং এই সব ঠিকা শ্রমিকদের অবস্থা হবে আরো খারাপ। সব দিক চিন্তা ভাবনা করে সুষ্ঠু নিয়ম তৈরী না করে সরকার ও মালিকরা যদি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তবে দুর্গতি বাড়বে সাধারণ বিড়ি কারিগর-দের একথা মনে রাখা দরকার। এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যাতে অনাহারের শিকার না হন তাও দেখা দরকার সরকার ও ফ্যাক্টরী মালিক-দের। শেষ খবর : বিড়ি মালিক পক্ষের সঙ্গে সরকারের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে চিফ সেক্রেটারী পঃ বঃ সরকার প্রভিডেণ্ড কমিশনারকে আপাততঃ প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড চালু বন্ধ রাখতে বলেছেন এবং মালিক পক্ষও ধর্ম্মঘট তুলে নিচ্ছেন।

আই আর ডিপির কাজ বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অপর দিকে গত ৩০ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে অনুষ্ঠিত আই আর ডিপির সাব কমিটির এক সভায় পঞ্চায়েত সভাপতি নিজেই নাকি স্বীকার করেছেন যৌথ তদন্তের ক্ষেত্রে সেখালীপুর গিরিয়া ও তেঘরী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ ঋণ প্রার্থীদের নামের তালিকা পেশ না করায় কাজ আটকিয়ে রয়েছে।

টাকা এখনও প্রচুর বাকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিয়ে। ঘাটের টাকা ডিসেম্বরের মধ্যে পরিশোধ না হওয়া এবং সে সম্বন্ধে পুর কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার ঘটনাকে নাগরিকরা সন্দেহ-জনক বলে মনে করছেন।

বিবাহ উৎসবে উপহার দিতে
এইচ এম টি ঘড়ির
কদর সকালের কাছেই সমান

★ ★

বিপুল আয়োজন আমাদের
শো-রুমে

hmt ঘড়ি
ছাওওয়াউণ্ড • অটোমেটিক • কোয়ার্টজ

এখানে পাবেন
সাহা ওয়াচ কোং
অনুমোদিত বিক্রেতা
গড়িয়াহাট রোড
রঘুনাথগঞ্জ ৭৪২ ২২৫

জেলা সফরে বি জে পির রাজ্য সভাপতি

রঘুনাথগঞ্জ : বি জে পির নব নির্বাচিত রাজ্য সভাপতি তপন সিকদার মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তগুলি সরজমিনে দেখতে গত ১৫, ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী এই জেলায় আসেন। সফরের সময় বিভিন্ন জনসভায় তিনি পুলিশ বি এস এফ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চোরাচালানদার ও অনুপ্রবেশকারীদের যোগাযোগ আছে বলে অভিযোগ তোলেন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী মনিগ্রাম ও অরঙ্গাবাদে দুটি জনসভায় তিনি স্পষ্টভাবে এইসব অভিযোগ তুলে বলেন—ভারতীয় রাজনীতিতে জ্যোতি বসু ও রাজীব গান্ধী সমঝোতা করে চলছেন। মমতারা যতই সি পি এমের বিরুদ্ধে চিৎকার করুন, সবই তাদের অভিনয়। কংগ্রেস এবং সি পি এম চায় ক্ষমতা ভাগ করে ভারতবর্ষকে ভোগ দখল করতে। সে কারণেই ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে এদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে ডাক দেন। তিনি বলেন তাঁর দল গোটা রাজ্যেই গ্রাম পঞ্চায়েতে ধর্না ও পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও প্রভৃতি আন্দোলন খুব শীঘ্র শুরু করবে। এই মহকুমার সেকেন্দ্রা বা সিদ্ধিকালীর ঘটনায় সি পি এমের চাপে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। উল্লেখ্য গত ৬ জানুয়ারী সেকেন্দ্রায় বি জে পি কর্মী অনিল দাসের উপর সি পি এমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজও প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে বি জে পি স্থানীয় নেতৃত্ব অভিযোগ করেন। তাঁরা জানান এ ব্যাপারে মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। বরং অনিল দাস সি পি এমের বিরুদ্ধে যে মামলা করেছেন তা তুলে নিতে বাধ্য করতে অনিল দাসের পরিবার পরিজনকে সি পি এম সমর্থক ও আসামীরা ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন। তাঁরা আরো বলেন আর কিছুদিন অপেক্ষা করার পর যখন তাঁরা দেখবেন পুলিশ ও প্রশাসকরা আইনগত কাজ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তখন তাঁরা বাধ্য হয়েই এর প্রতিকারে শক্তি প্রয়োগ করবেন বাঁচার তাগিদে। রাজ্য সভাপতি বলেন এ ব্যাপারে তিনি চিফ সেক্রেটারী পর্য্যায়ে অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার চাইবেন।

আখড়া বলে অভিযোগ

(১ম পাতার পর)

অন্যদিকে লাভবান হচ্ছেন ব্যারেজ ডাকঘরের কয়েকজন কর্মী। আরো জানা যায় রবিবার ও ছুটির দিন 'তার অফিস' কয়েক ঘন্টার জন্য খুলে রাখার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা বন্ধ রাখা হয়। এবং কাগজ কলমে খোলা দেখিয়ে ওভারটাইম ড্র করা হয়। আরো জানা যায় এখানকার কয়েকজন কর্মী ১২/১৩% সুদে টাকা ধার দেওয়ার কারবারও ফেঁদেছেন। স্থানীয় ঠিকাদারদের অভিযোগ ফরাক্কা ডাকঘরে একটি চক্র গড়ে উঠেছে যাঁরা সন্দেহজনকভাবে ঠিকাদারদের টেণ্ডার সংক্রান্ত চিঠিপত্র চাপা দিয়ে রেখে টেণ্ডার ডেট পার করে বিলি করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ঠিকাদারদের অভিযোগ এ ব্যাপারে ঐ চক্র টাকা পয়সা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। কিছুদিন পূর্বে জনৈক পোষ্টম্যান দুষ্ট চক্রের সঙ্গে যোগ না দেওয়ায় তাঁকে ঘিরে এক গণ্ডগোলও হয় বলে খবর। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সব জেনেশুনেও অজ্ঞাত কারণে ঐ চক্রকে বেড়ে উঠার সুযোগ দিচ্ছেন বলে স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করছেন।

পদ নিয়ে গণ্ডগোল

(১ম পাতার পর)

প্রাক্তন সাংসদ অতীশ সিংহ এবং জেলার সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেন উপস্থিত হন। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে জেলা সম্পাদক, অনুপম চ্যাটার্জীকে বাদ দিয়ে সাগরদীঘি ব্লকের সভাপতি হিসাবে অপূর্ব মুখার্জীর নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

প্রতিবাদ পত্র

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'পুলিশের আদেশ না নিয়ে তালা ভাঙ্গার পিছনে রহস্য কোথায়' সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। উক্ত সংবাদটি অতিরঞ্জিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ঘরটি পুলিশ বা আদালতের নির্দেশে তালা বন্ধ ছিল না। তাছাড়া উক্ত ঘরে প্রাপ্ত যাবতীয় জিনিসপত্র বিদ্যালয়ে জমা আছে। সংবাদে শিক্ষকদের অভিযোগের কথাটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য।

প্রতিবাদকারীগণ

আনিসুর রহমান, মোহাম্মদ শাহজাহান, শম্ভুনাথ সরকার, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রুদ্র।
ছাববাটী এক, ডি, বিদ্যালয়

Advt. No. 12

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

ফরাক্কা : গত ৭ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় ব্লকের বেনিয়াগ্রামে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পঃ বঙ্গের স্বাস্থ্য মন্ত্রী প্রশান্ত শূর। ৮টি শয্যা এবং ২ জন ডাক্তার, ৪ জন সেবিকা, ৪ জন জিডিএ এখানে থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন।

খুন নৈমিত্তিক ঘটনা

(১ম পাতার পর)

কমল আসামীদের চিনে ফেলেন এবং পাছে তিনি কারো নাম বলে দেন তারজন্য তাঁকেও সুযোগ বুঝে হত্যা করা হলো। ঐ দিনই রাতে সামসেরগঞ্জ থানার রঘুনন্দনপুরের কাছে একটি ২২/২৩ বছরের যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। যুবকটির পরিচয় জানা যায়নি।

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—
এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—

১। কমপিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ

এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।